খোঁজে

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী চৌধুরাণী

১৩৩২

মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
পোঃ মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

প্রকাশকের নিকট এবং আশুতোষ লাইব্রেরী, আলবার্ট লাইব্রেরী, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

Printed by
S. A. Gunny.
At the Alexandra S. M. Press,
DACCA.

সূচী

সুন্দর শ্যামল বিশ্ব
তব করুণায় ভরা,
বহে বায়ু গভীর উচ্ছ্বাসে,
ফুটায়ে ঊষার হাসি
প্রেমিকা-প্রকৃতি দেবী
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশে ;—

নীলাকাশে সন্ধ্যারাণী,
ফুটায়ে নক্ষত্র ফুল,
পূজা করে যুগল চরণ,
ধ্যানময়ী নিশীথিনী
পবিত্র যোগিনী বেশে
পায়ে সঁপে সোনার স্বপন।

কবিতা-কুসুম-হারে
সাজাইতে পাহু'খানি
আজি মম নিষ্ফল প্রয়াস ;
জীবনের মাঝে মম,
বিমল সৌন্দর্য্যময়ি,
কবে হবে তোমার প্রকাশ ?

করিছে বন্দনা তব
ভূমণ্ডল সমীরণ,
নদনদী, গিরি, পারাবার,
কবির আরাধ্যা দেবি,
রাতুল চরণ 'পরে
সমর্পিনু কবিতা আমার ।

খোঁজে

বাঁধন হারা
মনটি আমার দূর আকাশে
ঘুরেই সারা।
ধরার পরে জ্বালিয়ে আগুন
ডাক্‌ছে মোরে রঙ্গিন ফাগুন,
রচে ভুবন ফুলের স্বপন
মায়ার কারা,
নীলের দেশে ডাক্‌ছে আবার
গ্রহ-তারা।

খোঁজে

সবুজ বনে
গাইছে পাখী করুণ সুরে
আপন মনে।
অসীম পথে সীমার রেখা
কোথাও যে হায় যায় না দেখা,
ঘুর্‌ছি তবু কিসের খোঁজে
মেঘের সনে,
শেষ হবে মোর এই ভ্রমণের
কোন্ সে ক্ষণে ?

ছুট্‌তে একা,
লাগিয়ে ধাঁধাঁ ঘনায় নিবিড়
আঁধার লেখা।

কোন্ দিকে যাই—দৃষ্টিহারা,
অচিন্ পথে চলার ধারা
জান্‌লে পরে হয়তো আবার
পাবই দেখা
দিগন্তে সে হারা মণির
উজল রেখা।

জিজ্ঞাসা

শুধুই কি এ জীবন নিশার স্বপন ?
লীলাময় বিশ্বধারা
চন্দ্রমা, তপন, তারা,
মিথ্যা এই গিরি, নদী, গগন, ভুবন ?

প্রভাত, নিশীথ, সন্ধ্যা, দীপ্ত সূর্য্যকর,
বিরাট সুনীল সিন্ধু,
বরষার বারি বিন্দু,
স্বপ্ন এ বিরাট সৃষ্টি, মিথ্যা চরাচর ?

শুধুই কি প্রকৃতির উন্মত্ত খেয়াল ?
ছয় ঋতু আসে যায়,
নীল গগনের গায়
ভাসে মেঘ, ওড়ে পাখী, একি মায়াজাল

খোঁজে

মমতা-করুণা-প্রীতি, সিদ্ধি ও সাধনা,
সুখ-দুঃখ, শোক-শান্তি,
জীবনের ভুল-ভ্রান্তি,
মন্দিরে মন্দিরে চির দেব-আরাধনা,

বিটপী, বল্লরী আর ফোটে যত ফুল,
রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ,
সুমধুর গীতি-ছন্দ,
শুধু মায়া, শুধু ছায়া, শুধু মহাভুল ?

অনন্ত জীবন ওই বায়ু বহি আনে,
জননীর আত্মদান,
সতীর অমল প্রাণ,
নাহি তুমি, নাহি আমি,—সহে না এ প্রাণে।

খোঁজে

অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাময় বিশ্ব চরাচর
কহ আজি দয়াময়,
মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়,
সমাপ্ত হবে না কিছু জীবনের পর !

দেখাও আঁধারে আলো, হে মঙ্গলময়,
অনন্ত উদ্দেশ্য ভরা
তোমার এ ভাঙ্গা গড়া,
সত্য এ বিরাট বিশ্ব শুধু খেলা নয়।

নিখিলের প্রতিবিন্দু, প্রতি অণুকণা
মাঝে তুমি স্বপ্রকাশ,
দূরে যা'ক্ অবিশ্বাস,
সত্য হোক্ জীবনের এ মহা সান্ত্বনা।

বাইরে

ওগো ঝড়ের হাওয়া,
ঘর ছেড়ে আজ কেন তোমার
এমন আসা যাওয়া ?
সিন্ধুতলের গোপন কথা,
নদ-নদীর উচ্ছলতা,
ফুলের স্বপন, তরুর ব্যথা,
বুকের মাঝেই পাওয়া ;
শিখাও আমায় এমনি করে
পথের পানেই চাওয়া,
ওগো পাগল হাওয়া !

খোঁজে

ওগো পথের ধূলি,
ঝড়ের সাথে ছুট্‌ছো কোথায়
জয়-পতাকা তুলি ?
সকল জানা সব অজানার
কোথায় যে শেষ মনের মাঝার,
সেইটি জাগে, তাইতো তোমার
নিজকে গেছ ভুলি,
তোমার মতন সকল বাঁধন
দাও না আমার খুলি,
ওগো পথের ধূলি !

ওগো বাদল-ধারা,
তোমার মেঘে আকাশ ঢাকে
নিভিয়ে দিয়ে তারা !

খোঁজে

নিবিড় নিশার কৃষ্ণ পটে
বিদ্যুতালোক ঝল্‌সে ওঠে,
মায়ার স্বপন ধরায় ফোটে
পেয়ে তোমার সাড়া,
উদাস প্রাণের সুরে তোমার
আমি আপন-হারা,
ওগো বাদল ধারা!

শুধাই তাহার কথা—
যাহার তরে আজকে তোদের
এমন ব্যাকুলতা।
দু'দণ্ডেরি অতিথ হয়ে,
যাত্রাপথের খবর লয়ে
আমার ঘরে আন্‌রে বয়ে
নিখিল প্রাণের ব্যথা

খোঁজে

জানা আমায় জীবন ধারার
অফুরন্ত কথা,
সকল গোপনতা।

ভাল কি গো বাস না আমায় ?

এসেছে জীবন-সন্ধ্যা, জানি,
ফুটিয়াছে ম্লানছায়া, নিভে গেছে আলোকের
শেষ রেখা, তাও আজ মানি।

তবু—তবু শুধাই তোমায়
ভালো কি গো বাস না আমায় ?
এ নহে প্রথম দেখা—জনমে জনমে,
যুগে যুগে পরিচয় ; সকল ভুবনে—

তোমারে পেয়েছি বারে বারে ;
আমারই প্রাণের টানে পড়িয়াছ ধরা
জীবনের এ পারে ও-পারে।

খোঁজে

ফুল হয়ে ফুটিনু যে দিন—
আমার পাতার ঘরে গন্ধ হয়ে ছিলে তুমি
মনে পড়ে সেই শুভ দিন।

তুমি তরু—আমি ছিনু লতা,
অফুরন্ত তব প্রেম-কথা
বাতাস কহিত আসি কাণে কাণে মোর,
শিহরি' উঠিত দেহ পুলক-বিভোর।

সুখে দুঃখে ধরণীর মাঝে
বাঁধিয়াছি খেলা ঘর তোমায় আমায়
কত বার নব নব সাজে।

তুমি আলো—আমি ছিনু ছায়া,
সাথে সাথে থাকিতাম সারা নিশি দিনমান
আমারে ফুটাত তব মায়া।

খোঁজে

আমি বাঁশী—তুমি ছিলে সুর,
মূরছিয়া পড়িতে মধুর
প্রভাতে শিশির সিক্ত দুর্ব্বাদল 'পরে,
তটিনীর কূলে কূলে বনে বনান্তরে।

তুমি বুঝি ভুলে গেছ সব!
পাষাণের লেখা সম আমার পরাণে
জাগে সেই স্মৃতির গৌরব।

আমি ছিনু সাগরের বেলা
উন্মত্ত তরঙ্গ তুমি—কি গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস!
ভুলি নাই তোমার সে খেলা।

মেঘ হয়ে ভাসি নীলাকাশে,
ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশে
পেয়েছিনু তোমারেই—ভাবি আমি তাই
সে প্রেম তোমার বুকে আছে কিবা নাই!

খোঁজে

আজি এই ম্লান মৌন সাঁঝে
সে সব পুরাণো কথা, এ জীবন ভরি,
ব্যথারূপে সুর হয়ে বাজে।

এ ব্যথা যে বুঝাবার নয়!
বিদায়-ব্যাকুল মন চাহিছে শুধুই আজ
শেষ বার তব পরাজয়।

তাই আজ শুধাই তোমায়
মোরি সাথে আসিবে কি অনন্তের পথে-
ভালো কি গো বাস না আমায়?

মিলন

আজ আমারে ডাক দিয়েছে
অরুণ আলোর রেখা
ছড়িয়ে তাহার আবির-রাঙ্গা হাসি,
মাঠের পথে তরুতলায়
আলো-ছায়ায় একা
রাখাল বালক বাজায় তখন বাঁশী।

স্বপন ফুলের আঁজ্‌লা ভরা
ঘুমের দেশের রাণী
নয়ন হ'তে জালখানি তার তোলে,
শিশির ধোওয়া ঘাসের 'পরে
বিছিয়ে আঁচল খানি
মনটি আমার হাওয়ার মতন দোলে।

খোঁজে

শুকতারাটি বিদায় নিয়ে
বুঝি এতক্ষণ
চলে গেছে গগন পারের ঘরে,
বাতাস কহে কাণে কাণে
আজ্‌কে নিমন্ত্রণ
সকল ধরায় আছে আমার তরে।

নীল আকাশের নিবিড় মেঘের
ঘন কাজল লেখা
আমায় বলে যেতে তা'দের দেশে,
আলোক রাণীর সাধের মেয়ে
রাম ধনুকের রেখা
আমার পানেই চাইল মধুর হেসে।

খোঁজে

আলিঙ্গনে বাঁধে আমায়
উদার আকাশ খানি,
শিশুর মত সরল আঁখি তুলে
বন আমারে কহে তাহার
জীবন ভরা বাণী
কেমন করে বরণ ফুটায় ফুলে।

আমার সাথে সখী পাতায়
শ্যামল কিসলয়,
জানায় তাহার যত মনের ব্যথা,
নিখিল প্রাণের সাথে আমার
হয় যে পরিচয়
শুনি তাদের সুখ-দুঃখের কথা।

অনন্তের ডাক

নীল অস্তাচল পথে,
মুছি' স্বর্ণ-রেখা,
যাত্রা করে মলিন তপন ;
মিলায় ছায়ার বুকে
শেষ আলো-লেখা,
রচি এক মায়ার স্বপন।

মর্ম্মরি বিলাপে চির-
শ্যামল বনানী,
সকরুণ অজ্ঞাত ভাষায় ;
গগনে মেঘের ফাঁকে
বিদায়ের বাণী
ফুটে ওঠে তারায় তারায়।

খোঁজে

মূরছায় বেলাভূমে
অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস
তটিনীর অফুরান গীতি ;
পবন ফেলিছে মৃদু
ব্যথাভরা শ্বাস
আসে ভাসি জন্মান্তর স্মৃতি ।

আমারে ঘিরিয়া নামে
নিবিড় আঁধার,
গ্রাসে ক্রমে দিক্‌দিগন্তর,
অনাহত ধ্বনি এক
ডাকি বার বার
ভরি ওঠে বিশ্ব চরাচর

খোঁজে

গরলে অমৃতে পূর্ণ
বিচিত্র মরতে
কতবার যাই আর আসি ;
আসিছে আহ্বান আজি
অনন্তের পথে,
ধরায় যে বড় ভালবাসি।

চাহি না অনন্ত সুখ,
অনন্ত আলোক,
চিরশান্তি অনন্ত সান্ত্বনা ;
হতে চাই ভরা এই
জরা মৃত্যু শোক
ধরণীর ক্ষুদ্র ধূলি-কণা।

খোঁজে

সেথা কি ফুটিয়া ফুল
থাকে গো এমন—
দিক্‌চক্র, বনরাজি নীলা,
এমনি সুষমাময়
গগন ভুবন
প্রকৃতির শোভাময় লীলা ?

যাইতে চাহে না প্রাণ,
তবুও একেলা
ছুটিয়াছি অজানা সে পথে।
একি মহা আকর্ষণ,
কাহার এ খেলা,
কি আছে সে নূতন জগতে ?

অতিথি

কে তুমি আজানা অতিথি ?
ছাপিয়া আলোক,
ছাপিয়া তপনে
ঘনায় বাদল
গগনে ভুবনে,
এমন সময়
বাতায়ন পথে
পশিলে কেমন এ রীতি ?

কেন আগমন গোপনে ?
অচেনা ফুলের
কোমল সুরভি
মাখা দেহে তব—

তুমি কোন্ কবি ;
কোন্ জগতের
রূপ-রস-গান
লুটিছে তোমার চরণে ?

কি এক বিপুল পুলকে—
অনিমেষ আঁখি
তোমার দরশে
শিহরি উঠিনু
চকিত পরশে
মধুর বাণীর
অজানা রাগিণী
ধ্বনিছে দ্যুলোকে ভূলোকে ?

খোঁজে

রাজদূত তুমি চিনেছি—
নব কিশলয়
আমের মুকুলে
বাতাসে তোমার
উত্তরি দোলে
মনে পড়ে এক
সোনার স্বপনে
তোমারেই যেন হেরেছি !

যে লিপি এনেছ বহিয়া
ফাগুনের বনে
যেথা ফুল-হাট
সে লেখা সেথায়

খোঁজে

করিয়াছি পাঠ—

আমার মনের

নিভৃত লোকে

ধ্যানে ওঠে তাহা ফুটিয়া !

হারাণো স্বপন

স্বপন আমার
গিয়াছে হারায়ে
কি দেখিনু তাহা পড়ে না মনে,
ছুটেছিনু কোন্
সাগরের বুকে
গিয়েছিনু কোন্ ফুলের বনে ?

ফুটেছিনু বুঝি
তারা হয়ে ওই
নীল গগনের বিশাল দেহে
রামধনু হয়ে
উঠেছিনু হাসি
নীরদের পাশে আলোর স্নেহে ?

খোঁজে

ছায়াপথ হয়ে

করিনু সরল

অমরীগণের গমন-পথ,

ছিনু তরুছায়া ?

পাখীর কণ্ঠে

ফুটিনু প্রভাত কাকলীবৎ ?

ঢেউ হয়ে আমি

সুদূরের পানে

ছুটে যাই গেয়ে কতই গান ?

ফিরে আসি, কভু

সিকতার পরে

মূরছিয়া পড়ি হতাশ প্রাণ ?

খোঁজে

বরষার বিলে
ফুটিনু কমল,
ঊষার প্রথম আলোক-লেখা,
ছিনু বারিধারা,
মেঘের কণ্ঠে
হীরকের মালা বিজলী রেখা ?

কি ছিনু স্বপনে—
মাঠে মাঠে বুঝি
রমার হরিৎ আঁচল খানি,
জ্যোছনা স্বপনে
হাসে ধরা যার
আমি সে চাঁদিমা নিশার রাণী ?

খোঁজে

ছিনু সেই বাঁশী—
অভিসার পথে
যাহার মধুর সুরটি বাজে,
কোজাগরী সাঁঝে
আলিপনা ছবি
আঁকে মোরে বধূ আঙিনা মাঝে ?
ভুলে গেছি, হায়,
কোথা ছিনু আমি—
ছিলাম সেথায় লতা কি ফুল ?
জাগরণ মিছা
অথবা স্বপন
কোন্‌টি আমার মনের ভুল ?

অশান্তি

জীবনের পরপারে আছে পরলোক,
আলো কি আঁধার সেথা—
বাস্তব না স্বপ্নময়
জরা-মৃত্যু-শোকে পূর্ণ অথবা অশোক ?

জীবের ভ্রমণ পথ যেথা হয় শেষ,
নীলোর্ম্মি সাগর তলে,
অথবা গগন পারে,
তপনে কি চন্দ্রমায়—কোথা সেই দেশ ?

আসিয়াছি যেথা হতে যাইব আবার
নক্ষত্রে না মেঘলোকে,
কোথা সে বিস্মৃত রাজ্য ?
জ্ঞানের অতীত তাহা ঘেরা অন্ধকার।

খোঁজে

আসে কি বসন্ত-দূত হ'তে সেই পুর
আহ্বান বারতা বহি
নিয়ে যায় পুরাতনে,
সাজাইয়া ধরণীরে নূতন মধুর ?

আছে কোন্ রাজা সেথা অথবা সে রাণী ?
খুঁজিছে মানব-চিত্ত,
জানায় এ ধরণীরে,
বৈশাখী গগন কার বজ্র-দীপ্ত বাণী ?

সন্ধ্যার আলোক আনে কাহার আভাষ ?
শরতে শেফালি-গন্ধে,
ঊষার রক্তিমা মাঝে,
আসে ভাসি কিসের এ পরম আশ্বাস ?

খোঁজে

সিন্ধুর তরঙ্গময় অবিশ্রান্ত রোল
কোন্ মহামন্ত্রে পূর্ণ ?
কাহার বন্দনা গাহে
তটিনীর চিরন্তন উতলা কল্লোল ?

অশান্ত লভিবে কবে শান্তির নির্ব্বাণ ?
কোথায় জ্ঞানের শেষ ?
খুলে যাবে যবনিকা
কে দিবে এ রহস্যের পরম সন্ধান ?

আস্তিকের প্রাণময় সরল বিশ্বাস,
কে কহিবে সত্য কিনা—
অথবা কিছুই নাহি
চিরসত্য উচ্ছৃঙ্খল তীব্র অবিশ্বাস ?

খোঁজে

হয় তো সকলই ভুল—বিশ্ব অন্ধবৎ
চলিতেছে ভুল পথে—
অপূর্ব্ব আলোক সিন্ধু
কদিন ভাসাইবে সমগ্র জগৎ !

নবযুগে

আজ ভুবনে
ফুলের বনে
আগুন লেগেছে—
মরা গাঙে
দু'কূল ভেঙ্গে
জোয়ার এসেছে ;
জীবন মরণ তুচ্ছ করে
এগিয়ে চল লক্ষ্য ধরে,
ঝাঁপিয়ে পড় রূপ-সায়রে,
দেবতা ডেকেছে—
ওই যে তাঁহার
অভয় বাণী
আকাশ ছেয়েছে।

খোঁজে

অগ্নি-শিখা

জয়ের টীকা

পরায় তাহারে—

যে আজ মরণ

করে বরণ

নিবিড় আঁধারে ;

ভাঙ্গরে আজি পাষাণ-কারা

দেখুক্ চেয়ে তপন্, তারা,

স্রোতের সাথে জীবন-ধারা

মিশ্‌ছে এ পারে—

সঞ্জীবনী

মিল্‌বে আবার

নদীর ও পারে।

কোথায় মালা

বরণ ডালা

সাজিয়ে তোরা নে,

শূন্য পথে

সোনার রথে

দেখ্ না মহানে—

এ কোন্ রাজা সিংহাসনে

বস্‌তে আসে শুভক্ষণে

আশার আলো নয়ন কোণে

সকল বয়ানে—

রক্তকমল

উঠ্‌ছে ফুটে

বিশ্ব-পরাণে।

খোঁজে

শঙ্খ বাজা

তোরণ সাজা

দৃষ্টি খুলেছে—

মিলায় ছায়া

মিলায় মায়া

আলোক লেগেছে—

পাবি আবার সোনার খনি

পাবি তোদের বক্ষ-মণি

ওই শোনা যায় চরণ-ধ্বনি

দেবতা এসেছে ;

বর নে রে আজ

মুক্ত ধারায়

বাঁধন খসেছে।

খোঁজে

বক্ষ চিরে
রক্ত দে রে
মায়ের চরণে ;
পাবি সুধা
মিট্‌বে ক্ষুধা
মৃত্যু বরণে।
কাটিয়ে অমানিশার রাতি
উঠ্‌বে জ্বলে হাজার বাতি
সুন্দরেরই হবি সাথী
অমর জীবনে—
জয় ধ্বনি
উঠ্‌বে তোদের
সকল ভুবনে।

বারে বারে কেন হয় মনে?

আমি আছি গগনে পবনে
এই অনুভূতি মোর সর্ব্বদেহ মনে
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে জাগিয়া,—
জানি না এ ধরণীর প্রতি অণুকণা
কিসে মোরে রেখেছে বাঁধিয়া !

নীলাকাশে তারায় তারায়
আমারি প্রাণের লেখা অজ্ঞাত ভাষায়
জানি না উঠেছে ফুটি কোন্ শুভক্ষণে—
বারে বারে কেন হয় মনে ?

মহাবিশ্ব শুধু আমি-ময়
নিখিলের সাথে মোর প্রাণে প্রাণে যেন
হয়ে আছে চির-পরিচয় ।

খোঁজে

কখনো বিরাট হই—কভু ক্ষুদ্রতর,
মোর সত্তা ভরি ওঠে বিশ্ব-চরাচর,
দূর্ব্বাদল রচে মোর শ্যামল শয়ন
আমার শেখানো গানে প্রভাতে ধরায়
পাখী-কণ্ঠ আনে জাগরণ।

দিগন্তে মেঘের কাল রূপ
তারি মাঝে হেরি যেন নিজেরি স্বরূপ ;
শিরায় শোণিতে মোর একি আকর্ষণ
কেন এই প্রাণেরি বন্ধন ?

নিবিড় তিমিরে কভু হই আত্মহারা,
সাগরে মিশেছে যেন জীবনের ধারা,
তটিনীর কলরোলে গিয়াছে মিশিয়া
আমারি প্রাণের ছন্দ নাচিয়া নাচিয়া ?

খোঁজে

কার সাথে সারা বিশ্বময়
ক্ষণে ক্ষণে মোর দেখা হয় ?
সে বুঝি আমার স্পর্শ বড় ভালবাসে,
বিদ্যুতের রূপে তাই মোর কাছে আসে ?
আমি ভাবি আমি আজ হয়ে গেছি সেই
আমার পৃথক্ বলে কিছু আর নেই।

কুসুমের কোমল সৌরভে
শুদ্ধ বন-বীথিকার পল্লবে পল্লবে
বর্ণে গন্ধে মহা বিশ্বময়
বেঁধেছে নিখিল মোরে নিবিড় বন্ধনে
আমিই উঠেছি ফুটি গগনে ভুবনে
বারে বারে কেন মনে হয় ?

সন্ধ্যাতারা

বড় আপনার
এ ধরা তোমার—তাই বুঝি বার বার
প্রাণের ও আলোটুকু, বক্ষমাঝে তার
নিঃশেষে দিতেছ ঢালি, ওগো সন্ধ্যাতারা !

ধরার ভবনে
জ্বেলেছিলে সন্ধ্যাদীপ কোন্ সে লগনে—
পড়ে তাহাদেরি মুখ একে একে মনে,
তোমারে আপন করি পেয়েছিল যারা।

স্নেহের উচ্ছ্বাসে
ছাপিয়া পরাণ তব, কচি বাহু-পাশে
বাঁধিত তোমারে যারা—আকাশে বাতাসে
ভাসে যেন তাহাদের অঙ্গের সৌরভ !

খোঁজে

চোখে ছিল জল

বুকে ছিল ব্যথারাশি, অমৃত, গরল,

পেয়েছিল সমভাবে তবু সে সকল

রেখেছিল পূর্ণ করি কি এক গৌরব !

পুষ্পিত যৌবনে

যারে বেসেছিলে ভাল—ধরার জীবনে

কোথা সে আরাধ্য তব ? যে দু'টি চরণে

ঢেলেছিলে পরাণের সবটুকু মধু।

আজি আত্মহারা

আপনার চারিপাশে রচি' স্বপ্ন-কারা,

কোথা সেই খেলাঘর—কোথা আজ তারা,

ছিলে তুমি যাহাদের কল্যাণীয়া বঁধু ?

খোঁজে

কোজাগরী রাতে
এঁকেছিলে আলিপনা সখীদের সাথে,
গেঁথেছিলে মালাখানি বসন্ত-প্রভাতে
পরা'তে প্রিয়ের কণ্ঠে ফুলদল দিয়া।

জানি না সে ক'বে
প্রাণভরা আলো নিয়ে, পুণ্যের গৌরবে,
পথিকে দেখা'তে পথ, আকাশে নীরবে
ধ্রুবতারা রূপে তুমি উঠিলে ফুটিয়া।

আগুনের লেখা
হয়ে আছে প্রাণে তব সেই স্মৃতি-রেখা—
খুঁজিছ ধরার পানে, কোথা পাবে দেখা—
তাহারা কি মনে আজো রেখেছে তোমারে ?

খোঁজে

একি আকর্ষণ ?
রচিছে মিলন-সেতু তোমার কিরণ,
এক হয়ে গেছে আজ গগন, ভুবন,
উজল জীবন-স্বপ্ন জীবনের পারে।

আনন্দের রূপ

বাল গোপালের রূপে এসেছিলে তুমি
কোন্ সে অতীত যুগে আমার এ কোলে ;
গভীর সোহাগে স্নেহে সোনামুখ চুমি
আপনারে হারাইনু মধুর 'মা'-বোলে।

আমি সে লতিকা রচি' শীতল বিতান
স্নেহের অঞ্চল পাতি ছিনু প্রতীক্ষায়—
সার্থক করিয়া মোর মাতার পরাণ,
ফুটিলে ফুলের রূপে কবে সুষমায় ?

এই ধরণীর সেই প্রথম উষায়,
গাহিল বিহগ যবে আদি জাগরণ—
ক্ষুদ্র বনফুল, আমি চিনিনু তোমায়
গগনের জ্যোতির্ম্ময় প্রথম তপন !

খোঁজে

হে চির-সুন্দর ! মনে পড়ে, একদিন
আমারেই ডেকেছিল বাঁশরী তোমার,
কোথা সেই রাধা—কোথা যমুনা পুলিন,
জাগিছে সে স্মৃতি আজো মনের মাঝার।

ভক্ত কহে আছ তুমি তীর্থে ও মন্দিরে,
জ্ঞানী কহে জলে, স্থলে, বাতাসে, বিমানে,
কবি চাহে কাব্যে তার ফুটে ওঠ ধীরে,
শিল্পী চাহে আঁকিবে সে পটে ও পাষাণে।

ক্ষুদ্র নারী আমি, প্রভু, হেরি গো তোমায়-
কখনো জীবনারাধ্য প্রিয়তম রূপ,
কখনো এ ধূলি-ম্লান অঞ্চলের ছায়,
স্নেহের দুলাল তুমি আনন্দ স্বরূপ।

গাহিছে নিখিল বিশ্ব অমৃতের জয়
দিকে দিকে হেরি মূর্ত্ত আনন্দের লীলা
রূপে রসে ভরা তুমি বর্ণ-গন্ধ-ময়—
নহ শুধু দারুব্রহ্ম—নহ শুধু শিলা।

সফলতা

নিভৃতে মরম তলে
কত রবি-ছবি জ্বলে
কত চাঁদ হেসে যায়, তারকা ফোটে
ফুটিছে কতই ফুল
বাতাস দোদুল দুল
শিরায় শিরায় মোর ফাগুন লোটে।

তুলি কল কল তান
ভাদরের ভরা বান
ছাপিয়া উঠিছে আজ জীবন-কূলে
মানসে তাহারি বীণ
বাজিতেছে নিশি দিন
বিদায় দিয়েছি যারে ক্ষণিক ভুলে।

খোঁজে

ফুলবনে উঠে ভাসি
সেই সে মধুর হাসি
দেহের সুরভি তার বাতাসে আসে ;
তারকায় থাকে জাগি
তাহারি বিভল আঁখি
তাহারি মোহন রূপে জ্যোছনা হাসে।

মেঘে ফোটে তারি ছায়া
বিজলী তাহারি মায়া
সহসা লুকায় কোথা গগন 'পরে ?
কত মরু, বন, গিরি,—
পাষাণের বুক চিরি'
বাদলের ধারা সনে পেয়েছি তারে।

খোঁজে

ওই যে নীলিমা কোলে
সুনীল বসন দোলে
তাহারি লীলায় যে গো নিখিল ভরা ;
কখনো মানস লোকে
কখনো ফুটিছে চোখে
গগনে পবনে আজ পড়েছে ধরা।

তারি বসন্তের বাণী
জাগায় হৃদয় খানি
তারি রূপে চরাচর ওঠেছে ভরি—
এ দেহে জাগিছে আজ
শুধু সে হৃদয়-রাজ
জীবন যৌবন মোর সফল করি।

শোকে শান্তি

কোথা সে কোন্ দেশে ভাবি গো তাই,
সে মধু হাসি কি গো জগতে নাই ?
আজি সে অভিমানে
লুকা'ল কোন্ খানে
মিছে এ ব্যথা তার বুঝাতে চাই,
কখনো যদি তার দেখাটি পাই।

আকাশে মেঘমালা জানে কি তারে,
তারকা দেখে কি গো গগন পারে ?
জানে কি রবি শশী
কোথা সে আছে বসি
জানে কি তরুলতা, শুধাই কারে,
পুন কি মোরা হায় পাব গো তারে ?

খোঁজে

শ্রাবণ অবিরল বরিষে জল,
প্লাবিত করি আজ ধরণী তল ;
নিয়ে কি তারি ব্যথা
তটিনী গাহে গাথা,
একি গো তারি শুধু নয়ন জল,
গলিছে এত ব্যথা কেমনে বল্ ?

বলে'নি কোন কথা সে অভিমানী
পাখীরা গাহে তার না-বলা বাণী ;
সজল আঁখি তুলি
চাহিল শুধু ভুলি
বারেক দ্বার পানে কেন না জানি,
উঠিল ফুলি ফুলি অধর খানি।

খোঁজে

জীবনে কোনো কায হয় নি সারা,
মরণে তাই তারে হব না হারা,
থাকিবে নদী কূলে
থাকিবে ফুলে ফুলে
রচিব স্নেহে মোরা স্মৃতির কারা,
সুষমা ভরা দেহ হবে না হারা।

আছে সে আছে হেথা বাতাস কহে,
তাহারি প্রাণধারা সাগর বহে,
আছে সে ধরাময়
মেনেছে পরাজয়
এ যে গো তার আজ মরণ নহে,
জগতে আরো সে যে উজ্জ্বল রহে।

অন্তিমে

ফিরে যাও দূত চিনি না তোমায়,

কেন চাও ফিরে ফিরে ?

তোমার পরশে ম্লানছায়া আজ

ঘিরেছে এ দেহটীরে ;

বোলো দেবরাজে তাঁর অমরার

কোনো প্রলোভন নাহিকো আমার

কেন তবু ডাক আসে বার বার

দীপ নিভে যায় ধীরে ;

তুলে লও তব কিরণের সেতু

ভালবাসি ধরণীরে ;

খোঁজে

মুকুলিত মোর যৌবন বীথি
ফুলে ফুলে গেছে ভরি ;
হের জাগে সেথা বসন্ত আজ
রঙ্গীন বসন পরি ;
কত মধু ভরা বিহগ কূজন
ছায়া মায়া রচে সকল ভুবন
আলো মেঘে ভাসে কতই বরণ
পরাণ আকুল করি ;
চরণে লুটায় জ্যোছনা যামিনী
সোনার স্বপন গড়ি ।

হে অপরিচিত, এমন সময়
কেন তুমি এলে হেথা ?
কেন ভেঙ্গে দিলে জীবন স্বপন
দিয়ে গেলে শুধু ব্যথা ?

খোঁজে

ফিরে যাও ওগো দেবতার দাস,
এই ধরণীর আকাশ বাতাস
বহিছে আমার শেষ নিঃশ্বাস,
শুনে যাও শেষ কথা—
অমরার আলো দেবতারি থাক্
যাব নাকো আমি সেথা।

কি কহিলে, সেথা সুর-রমণীর
ললিত কণ্ঠ ভাসে,
নন্দন বনে সুরভি ছড়ায়ে
শত পারিজাত হাসে ?
অমর সে দেশ সোনা দিয়ে গড়া,
শুধু হাসি রাশি শুধু সুখে ভরা ?
মাটির ধরণী ভালবাসি তবু
যাব না স্বর্গবাসে
রেখে যাও মোরে ওগো দেবদূত
কাঁটা ভরা পথ পাশে।

পরিচয়

ওগো মুগ্ধা, চিনেছ কি মোরে ?
সঙ্গোপনে তোমাদেরি তরে
নিশার নয়নে বুনি স্বপনের জাল,
ভ্রমি আমি পুষ্পময় রথে,
ধরণীর ছায়াছন্ন পথে,
প্রভাতের জাগরণ আমারি খেয়াল !

পদ স্পর্শে ধরণীর ধূলি
সোনা হয়, গেছ কিগো ভুলি ?
নহি কিগো আমি তব চির পরিচিতা ?
নীলাঙ্গনে ছায়াপথ ভাসে
আলো মেঘে রামধনু হাসে,
সেও মোরি লীলা, আমি বিশ্বের বাঞ্ছিতা !

সৃজনের প্রথম প্রভাতে,
জেগেছিনু অমৃতের সাথে,
লুটায় চরণ প্রান্তে তরল যৌবন,—
নৃত্যময় ছন্দের প্রবাহে,
মহানন্দে নিত্য অবগাহে,
সৌন্দর্য্য ধারায় মোর নিখিল ভুবন ;

মুক্ত করি অমরার দ্বার
সঞ্জীবনী আনি বার বার
বিলাই ধরার গৃহে আনন্দের গীতি,
বর্ণে গন্ধে সুষমা সলিলে,
পলে পলে এ মহা নিখিলে,
বিশ্বের পরাণ পাত্র পূর্ণ করি নিতি।

খোঁজে

কহ আজি চিনেছ কি মোরে ?
দূর্ব্বাদলে সবুজের 'পরে
স্নেহের অঞ্চল খানি রেখেছি পাতিয়া ;
ইচ্ছারূপে জাগি মনোলোকে
বন্যাসম চঞ্চল পুলকে
প্রাণ ধারা জেগে ওঠে দু'কূল ছাপিয়া।

তারাভরা গভীর রজনী
যুগে যুগে মোরি জয়ধ্বনি
অনাহত সুরে গাহে শুনেছ কি তুমি ?
মুখরিত কল্লোলের মাঝে
আমারি নুপূর দুটী বাজে,
নাচিছে সুনীল সিন্ধু পদতল চুমি।

খোঁজে

চিনেছ কি মোরে ?
কথনো দেখেছ কিগো আলোময় ভোরে
হয়ে আছে লেখা
গগনে ভুবনে শুধু দুটী চরণের
রাগরক্ত অলক্তক রেখা ?

ও পারের ডাক

যেতে হবে আজ—
ফুরাল দিনের আলো শেষ হল কাজ ;
জলে স্থলে মাঠে
এ পারে নামিছে সন্ধ্যা। ও পারের ঘাটে
তরী ফিরে যায় ;
শ্রান্তদেহে বিহগেরা ফিরিছে কূলায় ;
শেষ হ'ল বেলা,
ফুরাইল বনপথে রাখালের খেলা ;
যেতে হবে আজ,
কৃষাণ ফিরেছে ঘরে শেষ হল কাজ।

বিদায় বিদায়—
গৃহে গৃহে দীপ জ্বলে, আঁধার ঘনায় ;

ফিরেছে ভবনে
পল্লীবধূ জল নিয়ে চপল চরণে ;
নাহি যায় দেখা
অস্তগামী তপনের শেষ রশ্মি রেখা ;
স্তব্ধ বনানীর
কাঁপায় পল্লব দল মৃদুল সমীর ;
বিদায় বিদায়—
আকাশে তারকা ওই মিটি মিটি চায় ।

চল্ দ্রুত চল্—
এ পারের হাট ভাঙ্গে থামে কোলাহল ;
যাত্রীদলে ঘিরে
ও পারে বাজিছে শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে ;
সন্ধ্যাদীপ খানি
তুলসী তলায় রাখে গৃহলক্ষ্মী আনি ;

খোঁজে

এ পারের মায়া
রচিতেছে নেত্র'পরে স্বপ্নময় ছায়া ;
অধীর চঞ্চল
কে যেন কহিল কাণে চল্ দ্রুত চল্।

দূরে নদী কূল,
সময় নাহিক আর কেন হয় ভুল ?
ক্ষণ বয়ে যায়
মনে পড়ে কত কথা কিসের ব্যথায় ;
হিয়ার মাঝারে,
হারাণো স্মৃতিটী কার জাগে বারে বারে ?
নিস্ফল নিস্ফল,
ধরণী দিয়াছে মোরে শুধু আঁখি জল !
শেষ হল সাজ
স্নেহের আহ্বান আসে যেতে হবে আজ।

ভুল ভাঙ্গা

মনে পড়ে সেই স্বপন সুদূর
জীবনের উপকূলে,
ভিড়েছিল তার তরী খানি কবে
লহরে লহরে দুলে।

আনমনে আমি ছিনু গৃহকাযে
চাহি নি তাহার পানে,
তরী ভরা দান মিছে হল সে যে
ফিরে গেল অভিমানে।

তাহারি ব্যথায় জীবনের পথে
উষার সোনালী রেখা,
এঁকেছিল সেই বিমল প্রভাতে
কালো কাজলের লেখা

খোঁজে

তার পর এক উজল দিবসে
প্রখর রবির আলো,
ফুটিল তখন দুয়ারের ফাঁকে
আঁখি তারা দুটী কালো;

ভুলেছিনু আমি ধূলির খেলায়
আসন দিই নি তারে,
দুটী হাত ভরা হীরামণি নিয়ে
ফিরে গেল বারে বারে।

সেদিনো আকাশে গরজিল মেঘ
আঁধারে ভরিল দিশি;
দেখি নি চাহিয়া তারি আঁখি জল
বাদলে গিয়াছে মিশি।

খোঁজে

ফিরে ফিরে যায় কতবার সে যে
আমারি আঙ্গিনা দিয়া,
আমি বসে থাকি সারাদিন মোর
মায়ার খেলাটী নিয়া।

ভুল শুধু ভুল বুঝি নি কো হায়
আমারে চাহে না কেহ,
অবহেলা করি যারে আমি শুধু
সেই করে মোরে স্নেহ।

বেলা শেষে এক দেখিনু চাহিয়া
দূর আকাশের গায়,
শোণিতে রাঙ্গানো বেদনা তাহার
মেঘে মেঘে মূরছায়।

খোঁজে

পড়ে তরুশিরে তাহারি আভাস
নদী জলে কাঁপে ধীরে,
সুগভীর স্নেহে করে পরশন
আমারি কুটীরটিরে,

চাহিয়া চাহিয়া দেখিনু অদূরে
লতায় পাতায় ঘাসে,
রতন মাণিক ঢেলে দিয়ে গেছে
আমারি পথের পাশে।

কতদিন গেল আর তো তাহার
শুনি নি চরণ ধ্বনি
জানে না কি আজ তাহারি আশায়
আমি যে দিবস গণি ?

প্রাণে জাগে আজ সে দিনের সেই
না শোনা মধুর বাণী,
ভেঙ্গে যায় ভুল টুটে যায় ধীরে
মায়ার বাঁধন খানি।

আজি এ নিবিড় ঘন বরষায়
ভরা ভাদরের সাঁঝে,
ওকি ওকি ! বুঝি সুদূরের পথে
তাহারি বাঁশরী বাজে !

এস এস ওগো দয়িত আমার
ভাঙা কুটীরের দ্বারে,
বড় সাধ আজ ও দুটী চরণ
পূজিব ব্যথার ভারে।

শেষে

সেদিন আসিবে মোর যবে,
গ্রাসিবে জীবন ঘোর আঁধার করাল ছায়া
এই দেহ পুড়ে ভস্ম হবে।—
দেহ মোর মিশে যাবে মৃত্তিকার সনে,
এক আমি বহু হয়ে রহিব ভুবনে,
ফুটিয়া উঠিব কভু নিশার স্বপনে,
মন লোকে ফুটিব নীরবে,
তরু বল্লী ছায়া ঢাকা আমার এ খেলা ঘরে
স্মৃতি মোর জাগিবে গৌরবে।

বনে বনে ভাসিয়া ভাসিয়া
সুরভির সাথে আমি পুষ্পের পরাগ রাগে,
নিশিদিন উঠিব হাসিয়া।

খোঁজে

বাদল নিশীথে কভু ঘন বরষায়,
ধরণীর দ্বারে দ্বারে মত্ত ঝটিকায়
সাড়া দিবে প্রাণ মোর, উদ্ভাসি ধরায়,
মুহুর্মুহু যাব চমকিয়া,
চঞ্চল বিদ্যুতে মিশি—আলেয়ার আলো সম
জগতেরে ছলনা করিয়া।

মিশে যাব অরুণিমা সনে,
কখনো ফুটিব ওই দিনান্তের রক্তরাগে
আলোছায়া সম্মিলন ক্ষণে।
লঘু হয়ে ভেসে যাব বাতাসে বাতাসে,
মিশে যাব জীবনের প্রতি শ্বাসে শ্বাসে,
সাগরের প্রাণময় তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে,

খোঁজে

তটিনীর অশ্রান্ত জীবনে,
মিশে যাব তৃণ দলে—কোমল শিশির সিক্ত
তাহাদেরি শ্যামল শয়নে।

হবে মোর প্রাণের মিলন
তুষার কণিকা সাথে, প্রপাতের ধারা সনে
মিশে যাবে জীবন স্বপন।
ইন্দ্রধনু সুষমায় সপ্তবর্ণ রেখা
মেঘে রৌদ্রে মেশামিশি হাসি অশ্রু লেখা ;
আকাশের নীলিমায় কভু দিব দেখা,
শশাঙ্কের নির্ম্মল কিরণ,
তাহাতে মিশিয়া আমি ফিরিব দিগন্ত পথে
গ্রহে গ্রহে দিয়া নিমন্ত্রণ।

খোঁজে

গগনের সপ্তর্ষি সভাতে—
তারার মাঝারে থাকি চাহিব ধরার পানে
স্নেহ ভরে কভু অমারাতে।
কখনো ফুটিব আমি যৌবনের রাগে,
তরু-লতিকার দেহে শ্যামল সোহাগে,
অজানার গানখানি সকলের আগে
পাখী কণ্ঠে গাহিব প্রভাতে।
আমার প্রাণের ধারা মিলাবে দেবতা নরে
মিশাইবে মর্ত্ত্য অমরাতে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	১১	যার	যবে
২৯	১২	তূল	ভুল
৩০	১২	।	?
৩৩	৪	কদিন	একদিন
৪৩	১২	বঁধু	বধূ
৪৪	৫	ক'বে	কবে
৫১	৯	ওঠেছে	উঠেছে